Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.7
Pages	115-142
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ঃ স ঃ

সই — সহি দ্রঃ।

সঈদ — সৈয়দ দ্রঃ।

সঈস — সহিস দ্রঃ।

সওক — সখ দ্রঃ।

সওকিন — শৌখিন দ্রঃ।

সওগাৎ — উপহার, মূল্যবান পুরস্কার। ফা. সৌঘাৎ।

তুঃ হু. প্যা. নক্‌শা ঃ এক জোড়া শাল সওগাং পাঠান হলো। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কি সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না।

সওদা — সদা দ্রঃ।

সওয়া — সেওয়া দ্রঃ।

সওয়ার, সোয়ার, আসোয়ার — অশ্বারোহী। ফা. সব্‌রা। অসবারা দ্রঃ। — ই — বহনকারী, পাল্কী। ফা. — ঈ।

তুঃ পদ্মপুরাণ : ছয় পুত্র লইয়া সাহে হইল সওয়ার। কটক সহিতে গিয়া গঙ্গা হইল পার॥ পুঃ রা. বাড়ুয্যে, ধর্মরাজের গীত : যবন সোয়ার সাজে অসি চর্ম হাতে। হানা দিল সংগ্রামে। লাগাম খেচে দাঁতে॥ অথবা, আ. ঘ. দুলাল : বরদাবাবু তাঁহাদিগকে ত্বরায় সোয়ারিতে উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আবার, জীবনস্মৃতি : পাল-তোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত।

সওয়াল, শওয়াল, সয়াল — প্রশ্ন, আবেদন। আ. সাব্‌ল্। — জবাব — প্রশ্নোত্তর। জবাব দ্রঃ। — জেরা — বাদানুবাদ, প্রতিপ্রশ্ন। জেরা দ্রঃ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : মেজিষ্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন। পুঃ গল্পগুচ্ছ, আপদ : শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন। অথবা, নীলদর্পণ : আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল। আবার, শূন্যপুরাণ : রজতের নৌকা হইল স্থবর্ণ কেরুয়াল। আপুনি রামায়-পায় করিল সয়াল॥

সক — সখ দ্রঃ।

সক্‌কা — জল-বাহক। আ. সক্‌ক্‌হ্।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ। চন্দ্রসূর্য মশালচি মশাল ও জস॥

সকলাৎ, সগোল্লাদ, শগল্লাথ — মূল্যবান পরিধান। আ. সকির্‌লাৎ।

তুঃ কবি কঙ্কণ চণ্ডী :

বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পিঁড়ি।
শগল্লাথ নেয়ালী পামরী॥

পুঃ ঐ কপাল জুড়িয়া ফোঁটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সগোল্লাদ পামরী কম্বলে॥

সক্‌স — শক্‌স দ্রঃ।

সখ, শখ, সওক, সক — ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, কৌতূহল। আ. শৌক। শৌখিন দ্রঃ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : কাহারো বা ফুলের উপর সক হয়। পুঃ অপসরণ : কতজনের কত রকম শখের জিনিস ছিল। অথবা, রেজাউল্লা, কাছাছোল আম্বিয়া : কহ কিছু কেচ্ছা আর কালাম এয়ছাই। শুনিতে সওক করে সওকিন সবাই॥

সখ্‌ৎ — শক্ত দ্রঃ।

সখিন — শৌখিন দ্রঃ।

সঙ্গিন — প্রস্তরবৎ, কঠিন; বন্দুকের অগ্রভাগে স্থাপিত কঠিন, ধারাল অস্ত্র (Bayonet)। ফা. সন্‌গীন্‌।

তুঃ লীলাবতী : এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা। পু : গোরা : উজ্জ্বল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেকগুলো ঝকঝকে সঙ্গিনের মতো বিঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল। অথবা, হেমচন্দ্র, বাঙালীর মেয়ে : রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রিদিন। ঘাড়েতে পড়েন যার বিপদ সঙ্গিন॥

সজাওয়াল — সাজোয়াল দ্রঃ।

সঞ্জাব — পরিধানের ধার বা প্রান্ত। ফা. সন্‌জাফ্‌।

সৎরঞ্চি — শতরঞ্চ দ্রঃ।

সতান — শয়তান দ্রঃ।

সদ — ১০০ সংখ্যক। ফা. স্বদ্‌ (সং শত)।

তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন : তমঃষুকে শুদ দরমাহা ফি সদ একটাকা।

সদর — প্রধান, রাজকীয় কেন্দ্রস্থল, বিচার বিভাগ। আ. স্বদর্‌। — আলা, — এ আলা — প্রধান বিচারক। ফা. স্বদ্‌রে-'আলা। আলা দ্রঃ।

তুঃ চাচা কাহিনী : তোদের জমিদারীর সদর-খাজানা কত করে? পু : রবীন্দ্র, গ্রাম্য সাহিত্য : সদর দরজা তখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ। অথবা, রূপরাম ধর্ম্মমঙ্গল : নবলক্ষ সেনা থায় সদর মাহিনা। ঘরে বস্যা খেম থায় বিঘা প্রতি আনা॥ আবার, দীনবন্ধু, দ্বাদশ কবিতা : নূতন সদর আলা এসেছে ধীমান। করিবে সকলি সেই নূতন বন্দান॥

সদ্‌রী — জ্যাকেট (Jacket), আঁট-কোর্তা । আ. স্বদ্‌রী ।

তুঃ পথে বিপথে, অস্থি : আজ গোলাপি সাটিনের সদ্‌রি, বাসন্তী রঙের ফিনফিনে ঢাকাই মসলিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজ করা হাল্কা টুপিটি পরে মূর্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে ।

সদা, সওদা, সৌদা — ব্যবসা, বাণিজ্য । — গর — ব্যবসায়ী, বণিক । — ই — ঈ — ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত । ফা. সৌদা, — গর্, — ঈ ।

তুঃ কৃত্তিবাস, রামায়ণ, আদি : আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে । পুঃ শ্রীচৈ. মঙ্গল : ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর । দুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর ॥ অথবা, পূ. গীতিকা. ৩য় : শুন শুন সদাইগর তোমারে কহি । ইদ্দং পালিব ক'মাস খোদার নাম লই ॥ আবার, আ. ঘ. দুলাল : সৌদাগরিতে লোকে কেঁপে উঠে ।

সদি, — আন — শত সংখ্যক সৈন্যের অধ্যক্ষ । ফা. স্বদী ; স্বদ্‌ব্‌ালহ্ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল । আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার ॥

সন — বৎসর । আ. সননহ্ বা সিন্ ।

তুঃ বঙ্কিম, বিবিধ প্রবন্ধ : এই সময়ে — কিন্তু কোন্ সময়ে — এই আসল কথাটা সন তারিখ শূন্য যে ইতিহাস — এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে ।

সনদ — ছনদ দ্রঃ ।

সনদুক — সিন্দুক দ্রঃ ।

সনন্দ — ছনদ দ্রঃ ।

সনাক্ত — শনাক্ত দ্রঃ ।

সপ — শপ দ্রঃ ।

সপর্দহ্ — শোপর্দ দ্রঃ ।

সপিনা — সফিনা দ্রঃ ।

সপেদ — সফেদ দ্রঃ।

সফর, শফর — ভ্রমণ। আ. সফর্‌। — ইয়া — ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী। আ. -ঈ, সফ্‌রী — ভ্রমণকারী; সাফির বা ইহার বহুবচন স্‌ফ্‌ফার — ব্যবসায়ী — ঃ সফার দ্রঃ।

তুঃ পদ্মপুরাণ ঃ চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সফর
হরসিতে করিল গমন।

পুঃ গোবিন্দদাস, বিদ্যাসুন্দর ঃ পুনরপি যায় সুন্দর সেই নদীতীরে। ধরিয়া যোগীবরে সফরে ঘরে ঘরে॥ অথবা, অন্নদামঙ্গল ঃ দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী। সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

সফার, সোফার, সুফার — গাড়ী চালক। আ. সফ্‌ফার — সাফির শব্দের বহুবচন (ভ্রমণকারী) ঃ সফর দ্রঃ।

তুঃ শরৎ, সতী ঃ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল, স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল যোগীন বাবুর বাড়ি থেকে এলে বুঝি।

সফিনা, সপিনা — বিচার বিভাগের তলব বা শমন (Summons)। আ. সফীনহ।

তুঃ নীলদর্পণ ঃ হুকুম হইল যে ··· ··· সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়। পুঃ গল্পগুচ্ছ ঃ রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।

সফেদ, সপেদ — শাদা। ফা. সফেইদ্‌ (সং শ্বেত)।

তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ চৌগোঁফা ভ্রূজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল। সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥ পুঃ বাউল গান (ফ. পাঞ্জশাহ) ঃ ছিয়া ছফেদ লাল জরদে নূরের আসন ঘিরে রয়। মোকাম নাছুত, লাহুৎ, মালকুত, জবরুত চারি হয়॥

সফেদা — এক প্রকার খরমুজ; চাউলের ভিতরকার শাদা অংশ; সীসা হইতে প্রস্তুত এক প্রকার শাদা রং। ফা. সফেইদা। সফেদ দ্রঃ। -র- এক প্রকার বৃক্ষ। ফা. সফেইদার্‌।

সব — শব দ্রঃ।

সবজি — কাঁচা তরকারী, সরসতা। ফা. সব্‌জী.। সবুজ দ্রঃ।

তুঃ বউ ঠাকুরাণীর হাট : এমন সময়ে শাকসবজির চুপড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সবব, ছবব — কারণ। ফা. সবব্‌।

তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আম্বিয়া : তার বিচে সায়েবের ওফাত হইল। এই দুই ছববেতে দেরি হৈয়া গেল ॥

সবর — ধৈর্য। আ. সবর্‌। সবুর্‌ দ্রঃ।

তুঃ তোহফা : সবর-শোকর প্রভু কর মোরে দান। এ দোন প্রসাদে পাইমু দুই কুলে মান ॥

সবি — ছবি।

সবুজ — রং বিশেষ, কাঁচা, তাজা। ফা. সবজ.। সব্‌জি দ্রঃ।

তুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র: বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে। পুঃ নীলদর্পণ : কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরয়ে গেছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সবুর — ধৈর্যশীল, ধৈর্য। আ. স্বর্‌। সবর দ্রঃ।

তুঃ বাঃ প্রবাদ : সবুরে মেওয়া ফলে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল : মোরা আর সবুর করতে পারি না।

সমা — শমা দ্রঃ।

সমুদা — শমুর্দা দ্রঃ।

সয়তান — শয়তান দ্রঃ।

সয়লাব — ছইলাব দ্রঃ।

সয়াল — সওয়াল দ্রঃ।

সর — শহর দ্রঃ।

সর — সের দ্রঃ।

সরকার — উপাধি বিশেষ, হিসাব রক্ষক, কর্মকর্তা, গবর্ণমেন্ট (Government) ফা. সর্‌-কার — প্রধান কার্যনির্বাহক।

তুঃ অপসরণ : তার পূর্বপুরুষদের কেউ হয়তো মোগল বাদশাহের বাজার সরকার ছিলেন, তাই থেকে সরকার পদবী। পুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি : ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। অথবা, বা, প্রবাদ : জানেন না ক্‌, খ্‌, করতে আসেন সরকারি। আবার, য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র : সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা।

সরখেল — উপাধি বিশেষ, সেনাধ্যক্ষ। ফা. সর্‌-খৈল্‌।

তুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত. আদি : সূর্যদাস সরখেল, তার ভাই কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস॥ পুঃ ঐ : ইঁহার ঘরের আয়ব্যয় সব তোমার স্থানে। সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

সরগরম — উৎসাহপূর্ণ, ব্যস্ত। ফা. সর্‌-গরম্‌।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : হুগলী মাজিষ্ট্রেটের কাছারি বড় সরগরম। পুঃ জীবনস্মৃতি : কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল।

সরজমি, -ন, সরে-জমিন — ঘটনাস্থলে, স্থানপ্রান্তে। ফা. -সর্‌জমীন্‌ বা সরে জমীন্‌।

তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় : হাঁটিয়া চলিল জামাল বাপের সাক্ষাতে। পিতাপুত্রে দেখা হইল সরজমীনেতে॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল : বেটা সরজমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে। অথবা, রবীন্দ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ (সরোজিনী প্রয়াণ) : পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরে-জমিনে লেখা চলিতেছিল সরে-জমিনে না হউক সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙ্গার ধন ডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিয়াছি।

সরঞ্জাম — উপকরণ, আসবাবপত্র। ফ সর্‌-অন্‌জাম — পরিণতি, উপকরণ : অঞ্জাম দ্র :।

তু : অন্নদামঙ্গল :

পাতশাহী সরঞ্জাম যত আছে ধুম ধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব।

সর্ত — শর্ত দ্রঃ।

সরদার — প্রধান ব্যক্তি, নেতা, মোড়ল। -ই, -ঈ— নেতৃত্ব। ফা. সর্-দার্ ;-ঈ।
তু: মৈ. গীতিকা: ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দার। মাইন্কা নামে ছুডু ভাই আছিল তাহার॥

সরদাল — প্রাচীর সীমানা। ফা. সরে-দিবার্: সের ও দেওয়াল দ্রঃ।
তুঃ মহানিশা: পাশের ঘরে দরজার কপাট ও দেওয়ালের 'সরদালে' উই পোকার বাসা জন্মিয়াছিল।

সর্দি — ঠাণ্ডা ভাব, হঠাৎ ঠাণ্ডাজনিত রোগ, সেঁতসেঁতে। ফা. সর্দ্, -ঈ (সং শরৎ, শারদীয়)। -গরমি — ঠাণ্ডার পরে হঠাৎ গরম জনিত রোগ। গরমি দ্রঃ।
তুঃ আ. ঘ. দুলাল: ক্যাস বহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সরদিতে খারাব হইয়া গেল। পু: লীলাবতী: গতকল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়তে পড়তে সরদিগরমি হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন।

সরপর্দা, -ফর্দা — পর্দাপ্রান্তে, সুরের সীমানায়। ফা. সর্-পর্দহ — এক প্রকার গানের সুর।
তুঃ বেলা শেষের গান:

ওরে দূর থেকে মেতে উঠল ভুবন,
তাই হাওয়া ফেরে ফরফর সরফর্দায়।

সরপেচ, শিরপেচ — পাগড়ী। ফা. সর্-পেচ্।

সরপোষ — টুপী, পাগড়ী, মস্তকাবরণ। ফা. সর্-পোশ্।
তুঃ মহানিশা: একপাশে একখানি জলচৌকির উপর ধূলি-রঞ্জিত বাঁধা হুঁকা সরপোষ …।

সরফরাজ — গণ্যমান্য, সমৃদ্ধ। ফা. সর্-ফরাজ্।
তুঃ আ. ঘ. দুলাল: বেটা কি সাওখোড় ও সরফরাজ। পু: আনন্দমঠ: কিন্তু মহম্মদ রেজাখাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব।

সরবৎ — শরবৎ দ্র :।

সরবন্দ — পাগড়ী। ফা. সর্‌-বন্দ্‌।

তু : ঘনরাম : পটুকা কমরবন্দ সরবন্দ শিরে।

সরবরাহ — পাথেয়, যোগান, দ্রব্য-সম্ভার। ফা. সর্‌-ব-রাহী — পাথেয় ব্যবস্থা

তু : আ. ঘ. দুলাল : আমরা জিনিষ সরবরাহ করিয়াছি।

সরম, শরম — লজ্জা, নম্রতা। ফা. শর্‌ম্‌।

তু : জ্ঞানদাস, পদাবলী : কহিতে সরম পাই কহিতে সরম। আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥ পু : অন্নদামঙ্গল : শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম। তোমার সহিত নহে এমন মরম॥

সরমিন্দা — শরমিন্দা দ্র :।

সরহদ্দ, সরহদ, ছরহদ্দ — সীমানা, প্রান্তভাগ। ফা. সর্‌ এবং আ. হদ্দ্‌ সের এবং হদ্দ দ্র :।

তু : আ. ঘ. দুলাল : তাঁহাদিগের আপন আপন সরহদ্দের বাহিরে হুকুম জারি করিতে গেলে আদালতের মদৎ আবশ্যক হইত। পু : লালন গীতিকা :

অধোপদ্ম উর্ধ্বপদ্ম—
নিত্যলীলার এই ছরহদ্দ।

সরা — সরাব দ্রঃ।

সরা, শরা — ধর্মবিষয়ক বিধিব্যবস্থা। আ. শর্‌'অ। শরিয়ৎ দ্রঃ।

তু: পূ. গীতিকা, ৩য় :

দুলা কন্যা হৈল রাজি সরা পড়াইল কাজি,
দেশবাসী করিল ভোজন॥

পুঃ রাজসিংহ : তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উন্নিসার সরামত পরিণয় সম্পাদিত হইল।

সরা, -ই — পান্থশালা। ফা. সরা। -খানা — খানা দ্রঃ।

তুঃ নাগিনী কন্যার কাহিনী : ছোঁড়া সেই গরমে এতবড় ধরাকে দেখলে সরাখানা।

সরাকৎ — সরিকৎ দ্রঃ।

সরান — রাজপথ, সোজা (রাস্তা)। ফা. শাহ-রাহ।

তুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য ঃ এথা সনাতন গোসাঞী প্রয়াগে আসিয়া, মথুরা আইলা সরান রাজপথ দিয়া॥

সরাব, সরাব, সরাপ, সরা — মদ্য, মদ্যপাত্র। আ. শরাব্। -খান, -খান — মদ্যশালা।

তুঃ নজরুল ইসলাম ঃ শাকীর শারাবের পিয়ালার পরে। সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে॥ পুঃ চাচা কাহিনী ঃ আজ এই শারাব খানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ তাহারা পৃথিবীকে শরাখান দেখে। আবার, পূ. গীতিকা, ২য় ঃ কৃষ্ণসাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব বসে।

সরাবৎ — অত্যাচার, জুরজুলুম। আ. সরায়ৎ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ হয়ত কোন বেশ্যার বাটীতে গিয়া সোর সরাবৎ করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন।

সরারৎ, -ই — অন্যায়, ক্ষতি। আ. শরারৎ।

তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন ঃ জে মহারাজার আমলে জে মনসবদার নমক হারামি কিম্বা সরারতি করিআছে তখন সেহি মহারাজা তাহার তকঃশীর মাফিক সাজা করিআছেন।

সরাসর, -ই — সম্পূর্ণভাবে, সোজাসোজি, আপাদমস্তক। ফা. সরাসর্।

তুঃ মহানিশা ঃ কিছুমাত্র দ্বিধা না রাখিয়া সে সরাসর উপরে উঠিয়া গেল। পুঃ রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ ঃ প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অভাব অভিযোগ ত্রুটি লইয়া সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন।

সরাহৎ — পবিত্রতা, শুদ্ধাচার। আ. স্বরাহংৎ।

তুঃ আহকামল জোমা ঃ

মোছলমানী সরাহতে তৌবা কৈনু বুরা বাতে,
মোখালেফ হইল তামাম।

সরিক — শরিক দ্রঃ।

সরিকত, শরিকত, সরাকত — অংশীদারী, বন্ধন। আ. শরাকৎ : শরিক ও বে-সরাকৎ দ্রঃ।

সরিয়ৎ — শরিয়ৎ দ্রঃ।

সরেওয়ার — গোপন তথ্য। আ. সরাইর্।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না।

সরে-জমিন — সরজমি দ্রঃ।

সরোদ — একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ফা. শাহ্-রূদ্।

সল্‌খে, সলখে, শলখ — গুলি-নিক্ষেপ বা-নিক্ষেপের শব্দ।

আ. শল্লখ্।

তুঃ অন্নদামঙ্গল :

কামানের হুড়হুড়ি বন্দুকের ছড়ছড়ি
সলখে বাণের গড় হয়।

সল্‌লা, সলা — শল্লা দ্রঃ।

সলাবৎ, সেলাবৎ — উত্তেজনা, চাকচিক্য। আ. সল্‌বৎ।

তুঃ কেদারনাথ, মধুরেণ : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, কুমকুমের চেয়ে তোমাকে ঢের বেশী মানাবে, ভালো দেখাবে। ওরা কেবল সেলাবতে থাকে, ঘষে-মেজে চটক রাখে।

সহবৎ — সংঘবদ্ধতা, সখ্য, মিলন। আ. স্বহ্‌বৎ। সুবাদ দ্রঃ।

তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ মতিলাল যেমন বাপের বেটা যেমন সহবৎ পাইয়াছিল···তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল। পুঃ নারায়ণ, টোপ ঃ রাজা-রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর।

সহর — শহর দ্রঃ।

সহরৎ — শোহরৎ দ্রঃ।

সহল — সহজ, ধীর। আ. সহ্‌ল্‌।

তুঃ অন্নদামঙ্গল: বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে। বসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে। পুঃ রামেশ্বর, শিবকীর্তন পালা: উরুতের উপরে উমার হস্ত রাখ্যা। সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখ্যা॥

সহি, সই — স্বাক্ষর, উপযুক্ত, ঠিক। আ:. স্বহী: — প্রকৃত (হাতের অক্ষর) -সাবুদ সাক্ষীর হস্তাক্ষর। ফা. স্বঃহীয়ে-ছাবিত্ব: সাবুদ দ্র:।

তুঃ বা. প্রবাদ: মৎস্য, মাংস, দহি, তবে ভোজন সহি। পুঃ আ. ঘ. দুলাল: আপনি কেবল একখানা ওকালৎ-নামা সহি করিয়া দিবেন। অথবা, অপসরণ: সই অবশ্য তার নিজের হাতের। আবার, মুক্তারাম, সারদামঙ্গল: দাস হইয়া পদে কহি কথা এ রহিয়াছ সহি
শুন মাতা অখিল ঈশ্বরী।

বা, বাংলার বাউল গান:

প্রেম-পাথারে সাঁতার দিও খুব হুঁশিয়ারে।
নিশান-সই না হলে
নদীর কূলে দাঁড়ালে,
তোর লাভে মূলে সব যাবে সরে॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম: দলিলগুলিতে সই-সাবুদ যা করবার তা করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

সহিদ—শহীদ দ্রঃ।

সহিস, সইস — (অশ্ব-) অধ্যক্ষ। আ. সাইস্‌।

তুঃ রবীন্দ্র, পলাতকা: দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী। ছিল সহিস বেহারা চাপরাসী॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল: তারা কি সইসগিরি কর্ম করিত?

সা — শাহ দ্রঃ।

সা — মত। ফা. সা। লাল-চে দ্রঃ।

সাইত — ছায়াৎ দ্রঃ।

সাইবানী — সায়বানা দ্রঃ।

সাইর — সার দ্রঃ।

সাএর, সায়ের — কবি। আ. শা'ইর্। -ই - কবিত্ব, কবিতা। ফা -ঈ। সাইর দ্রঃ।

তুঃ কাছাছোল আম্বিয়াঃ সাএরের কথা কিছু শুনহ আগাম। গোনাগার থাকছার রেজাউল্লা নাম।

সাঁকো — সাকু দ্রঃ।

সাকরিদ, সাকরেদ — শাগরেদ দ্রঃ।

সাকি — প্রিয়তম, পেয়ালা-বাহক। আ. সাকী।

তুঃ নজরুল, বুলবুলঃ সাকীর শারাবের পিয়ালার পরে।
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে॥

সাকিন, সাকিম — গৃহ, বাসস্থান। আ. সাকিন্ — যেখানে বাস করা হয়।

তুঃ সীতারাম, ধর্মরাজের গীতঃ গজপীঠে সাজিল অজয় সিংহ শূর। হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কাঁউর॥ পুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম। সাকিম মঙ্গলকোট উজোবনি গ্রাম॥

সাকু, সাঁকো, সাকোয়া — সেতু, খাত-পূরণ। আ. শক্ বা ইহার বহুবচন শকূক্।

তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ করিব কেশের সাকু যমুনা উপরে। তাহাতে হাঁটিয়া পার যে হইতে পারে॥ পুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে জোড়াসাঁকো নাম ছিল বাড়ির, দুটো বাড়িও ছিল, কিন্তু ওই দুই সাঁকোর তলা দিয়ে যে এক নদীর স্রোত বইত; সে দিন আর নেই, সে বাড়িও আর নেই। অথবা, রবীন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ (লাইব্রেরি): অতল-স্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়ে সাঁকো বাঁধিয়া দিবে। আবার, ময়নামতীর গানঃ কেশর শাঙ্কন্তা কৈল খুরের ধারানী। তাতে হাটি হৈল পার মৈনা সুবদনী॥

সাকুব — অকুব দ্রঃ।

সাকোয়া — সাকু দ্রঃ।

সাগরেদ — শাগরেদ দ্রঃ।

সাজশা — চক্রান্ত, চাতুরী। ফা. সাজিশ্।

তুঃ সতীনাথ, ঢো. চ. মানস : 'টাকা খেয়ে সাজশ করেছে, সালা চোট্টার দল', গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই। পুঃ অচিন্ত্য, মুরবাম্নু : এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের সর্ত।

সাজা — শাস্তি। ফা. সজা।

তুঃ অপসরণ : সাজা হলে তার উপর আপীল আছে।

সাজোআল, সজাওয়াল — খাজনা-সংগ্রাহক। ফা. সজাব্‌ল্।

তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৬।

সাটিন — এক প্রকার বোনা কাপড়। আ. শত্‌ন্ — বোনা (ইংরেজী satin এর মাধ্যম)।

তুঃ সংবাদ প্রভাকর (২৬. ২. ১২৫৪.) : ... তাহার প্রমাণ ইংরাজরা এই দেশ হইতে রেশম লইয়া যান এবং শিল্পবিদ্যার অনুরাগে তদ্দারা শাটিন ও মকমল প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন।

সাত — সাইত দ্রঃ।

সাতির — ছাদে ব্যবহৃত প্রধান কাষ্ঠফলক। আ. সাতির্ — আবরণ।

সাদৎ — উৎসব, সুজনতা। আ. স্'আদৎ।

তুঃ হু প্যাঁ. নকশা : পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড়-লেগে গ্যাচে।

সাদা, শাদা — সরল, অকৃত্রিম। ফা. সাদহ্।

তুঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ :

আমার দাদায় বড় সাদা—
সাদা মনে দিলি কাদা,
ওহে কলঙ্কিনী রাধা।

সাদি — শাদী দ্রঃ।

সানক, সান্‌কি, শান্‌কি — মৃৎপাত্র। আ. শহ্‌নক্।

তু: বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সানক পিয়ালা নেও লেখাযোখা করি। ইহার বদলে দিবা লোটা গাড়ু ঝারী। পু: বা. প্রবাদ : এক শান্‌কির ইয়ার। অথবা, চাচা কাহিনী : পান্তাভাতে কাঁচা লঙ্কা চটকে এক সানক গিলে এলুম।

সানা — পরিচ্ছদ বিশেষ। আ. সনা বা সিন্‌'অ।

তুঃ কৃত্তিবাস : গায়েতে পরিল সানা, মাথায় টোপর। ধনুর্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর॥

সানাই, শানাই, সানি, সাহিনী — একপ্রকার বাঁশী। ফা. শাহ্‌-নঈ।

তুঃ দ্বিজমাধব : ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল। নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল॥ পুঃ শ্রীচৈ. ভাগবত, আদি : স্ত্রীগণেতে 'জয়, দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়। নটগণে মৃদঙ্গ, সানাঞি, বংশী বা'য়॥ অথবা, রামনারায়ণ, ধর্মরাজের গীত : সিঙ্গা সানি সারিন্দা সঘন সপ্তস্বরা। ব্যালিশ বাজনা বাজি কম্পবান ধরা॥ আবার, চৈতন্য মঙ্গল : মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল। সাহিনী শব্দ শুনি বড়ই রসাল॥ বা, রবীন্দ্র, ধর্ম : রোশনচৌকির বৈরাগ্য গাম্ভীর্য মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে। পুঃ ঐ, গানভঙ্গ : সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর।

সানি — ছানি দ্রঃ।

সাফ — পরিষ্কার, পবিত্র। আ. স্বাফ্। -কাওলা — সম্পূর্ণ স্বত্বত্যাগ পূর্বক বিক্রয়ের দলিল পত্র। কাওলা দ্রঃ। -সুতরো — পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। সুতরো দ্রঃ।

তুঃ শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র : কিন্তু আসল প্রশ্নেরে সাফ বলিয়া দিয়াছিলেন। পুঃ সধবার একাদশী : মেজাজটা সাফ কর। অথবা, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস : হে খোদা অন্তর মম কর পাক ছাপ। জীবনের যত গুনা করে দাও মাফ॥ আবার, অপসরণ : তাহলে যাই, সাফ সুতরো হয়ে আসি।

সাফা, -ই — নিষ্ঠা বা পবিত্রতা, পটুতা, নির্দোষ। আ. স্বফা বা স্বফীই।
সাফ দ্রঃ।

তুঃ দশকুমার চরিত: নিশ্চয়ই আপনার কারাগারে একটা না একটা হাত-ছফাই চোর পাওয়া যাইবে। পুঃ মহানিশা: নিজের দোষের সাফাই গাহিতে তাহাকে অনেক কথা লিখিতে হইয়াছিল। অথবা, নীলদর্পণ: এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

সাবাশ, শবাশ — প্রশংসাসূচক ধ্বনি, উৎসাহ বাক্য, বেশ। ফা. শাদ্ বাশ্ — সুখী হও। -ই — বাহাদুরী, কৃতকার্যতা। ফা. শাদ্-বাশী।

তুঃ অপসরণ: সাবাস, কমরেড। পুঃ রবীন্দ্র, প্রাকৃতির প্রতিশোধ: শাবাশ দাদা, একবার উঠে পড়ে লাগো তো অথবা, ধূপছায়া: শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তাঁরা আমাদের বাহাদুরী সাবাশী দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন।

সাবুদ, সাবুৎ, শাবুদ — সাক্ষী। আ. ছাবিত্ — প্রমাণ।

তুঃ রবীন্দ্র, রাজাপ্রজা: ২য়: আমি অত আইন কানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য়: ভাব্যাচিন্ত্যা বলরাম যায় তার বাড়ী। পাঁচশ টাকা করজ করে ইমান সাবুদ করি॥

সাবেক — পূর্ববর্তী, প্রাচীন। আ. সাবিক্।

তুঃ চি. প. স. চিত্র: সাবেক গোমস্তা বেরিজ হইয়াছে।

সাম — শাম দ্রঃ।

সামলা — শামলা দ্রঃ।

সামিয়ানা — শামিয়ানা দ্রঃ।

সামিল, শামিল — অন্তর্ভুক্ত, সংক্রান্ত, সম্বলিত, আ. শামিল্।

তুঃ অপসরণ: সেও ভালবাসার সামিল, কেননা সে ভালোবাসাকে আরো বড় করে। পুঃ রবীন্দ্র, চিঠিপত্র: যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের শামিল করেন।

সামেয়ানা — শামিয়ানা দ্রঃ।

সায়বানা, সাইবানী, সায়বানী, সাহেবান, সাহেবানা — আচ্ছাদন, চাঁদোয়া। সামিয়ানা দ্রঃ। ফা. সায়হ্-বান্।

তু: সূর্য্যের গান: সূর্য্যাই আইল শিবাই আইল পড়্যা গেল সাড়া। সায়বানা টানাইয়া তারা রৈল কদমতলা॥ পু: শ্রীচৈ. ভাগবত, মধ্য: সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা। বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥

সায়মান — শামিয়ানা দ্রঃ।

সায়েৎ — ছায়াৎ দ্রঃ।

সায়েব — সাহেব দ্রঃ।

সায়ের — ভ্রমণ। আ. সঈর্।

তু: জামাই বারিক: সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাব্‌সি অাঁধার করে। পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

সায়ের — সাএর দ্রঃ।

সায়েস্তা — শায়েস্তা দ্রঃ।

সার, সারি, শাইর, শির, শায়ের — কবিতা, গ্রাম্য গান। সাএর দ্রঃ। আ. শ'অর্ বা শি র্।

তু: বা. প্রবাদ: গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না দুষ্ট। দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট॥ পু: রবীন্দ্র, নদী: সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি। কত খেয়া-তরী দেয় পাড়ি॥ অথবা, ক্ষেমানন্দ।

গোদায় তুলিল সাইর কুন্দা নাওয়ে দিল গইড়
পড়ে গোদা জলের ভিতর।

আবার, সৈ. হামজা, আমীর হামজা: শায়েরি করিলেন পুঁথি আমীর হামজার। না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার॥

বা, জামাই বারিক: সীর মিস কত্তে তোকে কাকী বলে ফেলেছি।

সারং — সারেঙ্গ দ্রঃ।

সারি — সার দ্রঃ।

সারেঙ্গ, সারং — (জাহাজের) চালক। ফা. সর্-হন্‌গ্।

সাল — বৎসর। ফা. সাল্। -আনা, -ইয়ানা — বাৎসরিক। ফা. আনহ্ : আনা দ্রঃ। -তামামি — বাৎসরিক হিসাব, বৎসর পূরণের উৎসব। আ. তমামী। তামাম দ্রঃ।

তু : চাচা কাহিনী : বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম আজ আমাদের কারখানার সাল-তামামী পরব — বিয়ার পার্টি।

সাল — শাল দ্রঃ।

সালগম, শালগম — ভক্ষণীয় মূল বিশেষ। ফা. শল্‌ঘম্।

তু : লোকরহস্য : এত কপি, সালগম ... সব আনিয়েছ কেন ?

সালাম — সেলাম দ্রঃ।

সালার, ছালার — প্রধান, সেনাধ্যক্ষ। আ. সালার্ — প্রধান, অধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ (সিপাহ স্ালার্)। সিপা দ্রঃ।

তু : সা. খান, রসুল বিজয় : ছালার হইল বন্দি সর্ব-সৈন্য ত্রাস। নৃপতি দেখিয়া সোকে হইল হতাস॥ পু : ঐ : হাহা পুত্র ছিপাহ ছালার।

সালিশ — বিচার, মধ্যস্থ (ব্যক্তি)। আ. ছালিছ — তৃতীয় (ব্যক্তি)।

তু : রবীন্দ্র, আত্মশক্তি : যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নষ্ট না হইয়া সহজ বিচার প্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত ? পু : শ্রীম, কথামৃত, ২য় : লোকের ঝগড়া-বিবাদ মিটাও — তোমাকে সালিশী ধরে, শুনতে পাই।

সালু, শালু — এক প্রকার লাল কাপড়। আ. শুল্লহ -স্ত্রীলোকের রজসিক্ত পরিচ্ছদ।

তু : মরুতীর্থ হিংলাজ : অনেকে এক টুকরা লাল সালু সঙ্গে নিলে। চন্দ্র-কূপের মাটি বেঁধে আনবে ঐ কাপড়ে।

সালোয়ার — শালোয়ার দ্রঃ।

সাহ — শাহ দ্রঃ।

সাহানা, সাহিনী — এক প্রকার গানের সুর। ফা. শহানহ্। শানাই দ্রঃ।
তু: রবীন্দ্র, রাজর্ষি: সাহানা গান আরম্ভ হইল।

সাহেব, সায়েব — প্রভু, ভদ্রলোক, ইংরেজী শিক্ষিত লোক। আ. স্বাহিঃব্ — ভদ্রলোক। -আন — বহুবচনের চিহ্ন। ফা. -আন্। -আনা — ভদ্রোচিত, মার্জিত। আনা দ্রঃ। -সুবো — বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সুবো দ্রঃ।

তু: চাচা কাহিনী: আমাদের ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কি? পুঃ কাব্য-আমপারা: ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয়, সহযোগিতাও করেছেন। অথবা, তারা-শঙ্কর, ইমারত: পুরানো সব ভেঙ্গে নয়া নয়া কারখানা করেছে সাহেবানেরা। আবার, রবীন্দ্র, শোধবোধ: যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত-খুশি সাহেবিয়ানা করো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়ি সাহেবের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না।

সাহেবান, সাহেবানা — সায়বানী দ্রঃ।

সিক্কা — মুদ্রা, মুদ্রা-ছাপ। আ. সিক্কহ্।
তুঃ বা. প্রবাদ: হাতে নেই সিক্কা, বাইরে বাইরে ফক্কা। পুঃ লোকরহস্য বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন।

সিকদার — শিকদার দ্রঃ।

সিজদা — ছেজদা দ্রঃ।

সিজিল — বিন্যস্ত। আ. সিজিল্ — প্রমাণ-চিহ্ন। -মিসিল — সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত। মিসিল দ্রঃ।

সিতাব — শিতাব দ্রঃ।

সিনা, শিনা — বুক। ফা. সীনহ্।
তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়: নির্মলা শরীল তার মাজাখানি সরু। শিনায় কদলী পুষ্প যেন কল্পতরু॥ পুঃ ঐ, তৃতীয়ঃ ওরে সিনা ফাড়ি একদিন বাহির হৈব দম। পরনা লইয়া হাতে হাজির আছে যম॥

সিন্নী — ছিন্নি দ্রঃ।

সিন্দুক, সন্দুক — লোহার বাক্স, যে কোন বড় বাক্স। আ. স্বন্দূক্।

তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ: সিন্দুক খুলিয়া তারা পাইল বহু ধন। বর্মা দেশের সোনা পাইয়া খুসী হইল মন॥ পুঃ ঐ, ৩য়: সন্দুক খুলিয়া নজর করি চায়। হাজার টাকার তোড়া সামনে দেখা যায়॥ অথবা, মানিক গাঙ্গুলি ধর্মমঙ্গল: সিন্দুক সহিত গেছে দুই শত টাকা। অপর যে কিছু তার শেষ দিব লেখা॥

সিপা, সিপাই, সিপাহি, সিফাই — সেপাই দ্রঃ।

সিফাৎ, সেফাৎ — গুণসমূহ। আ. স্বিফাৎ — স্বিফৎ (গুণ) শব্দের বহুবচন।

তু: আ. ঘ. দুলাল: তেনার সেফৎ কি করব? —তেনার সুরত জেন্দেখাঁর মাফিক।

সিয়া — শিয়া দ্রঃ।

সিয়া, সিয়াহ, শিয়াহ, ছিয়া — কাল, কালি। ফা. সিয়াহ্।

তু: রিক্তের বেদন: কেটে দেখ, সে লহু রক্তবর্ণ নয়, বিষজর্জরিত মুমূর্ষুর মত তা নীল শিয়াহ। পু: অগ্নিবীণা: নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া। আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া॥

সিয়াহি — সেয়াই দ্রঃ।

সিরাৎ — রাস্তা। আ. স্বিরাত্। তুলনীয় = পুল সিরাত: পুল দ্রঃ।

সিলাই — সেলাহ দ্রঃ।

সিহৎ — স্বাস্থ্য, আরোগ্য। -খানা, সেত-খানা — স্বাস্থ্যনির্দিষ্ট ঘর, পায়খানা।

তু: বা. প্রবাদ: সর্বস্ব খুইয়ে পাকা সেতখানা। পু: হু. প্যা. নক্শা: হেল্থ অফিসার, সেতখানার মেজেষ্টর।

সুজনী — কাঁথা, নানাবর্ণে চিত্রিত বস্ত্র-আচ্ছাদন। ফা. সূজনী - সেলাই করা (পরিচ্ছদ)।

সুতরো — ধৌত, পরিষ্কৃত। ফা. শুস্তহ। যেমন, সাফ-সুতরো: সাফ দ্রঃ।

সুদ — কুশীদ, ধন প্রয়োগের লাভ। ফা. সূদ। -খোর -কুশীদজীবী। খোর দ্রঃ।
তু: তারাশঙ্কর, ইমারত: ওঁরা বাদে, বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে — সুদ নিচ্ছে, চুরি করছে — জেনা ব্যাভিচার করছে। পু: ঐ: তুর বাপ সুদি কারবার করে।

সুনৎ, সুন্নৎ, ছুন্নৎ—পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক-ছেদন -রূপ (ইসলাম) ধর্ম-সংস্কার। আ. সুন্নৎ — (ইসলাম) ধর্মনিষ্ঠা। হজরতের মত ও পথের অনুসারি হওয়া।
তু: অন্নদামঙ্গল: আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥ পু: বাউল গান (লালন): ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান। নারী লোকের কি হয় বিধান?

সুন্নি — ধর্মনিষ্ঠ, ইসলাম ধর্মের নিয়মাদিতে একান্ত শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম ধর্মের দুই প্রধান সম্প্রদায় — শিয়া ও সুন্নী। শিয়া দ্রঃ। আ. সুন্‌নী।

সুপারিশ, সুফারিশ — প্রশংসা। ফা. সিফারিশ্।
তু: অপসরণ: আমরা সবাই তোমাকে এক একখানা সুপারিশ পত্র দিয়ে যাব।

সুফার — সফার দ্রঃ।

সুফারিশ — সুপারিশ দ্রঃ।

সুবা, সুবে — রাজ্য, প্রদেশ। আ. স্ুবহ্। -দার রাজ্যপাল, সেনাধ্যক্ষ। দার দ্রঃ।
তু: রবীন্দ্র, রাজর্ষি: যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা-নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। পু: রাজীব, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত: এই কালীন ঢাকার সুবা হইলেন মুরশিদালি খাঁ। অথবা, চন্দ্রশেখর: সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন।

সুবাদ — বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সামাজিকতা। আ. স্ুহ্‌বৎ। সহবৎ দ্রঃ।
তু: কড়ি দিয়ে কিনলাম: শুধু গ্রাম সুবাদে কেন, কাকা জ্যেঠা বাবা কারোর পাশই দেয় না।

সুবান-আল্লা, সুভানাল্লা, শোহনাল্লা — ভগবানকে ধন্যবাদ অথবা তাঁকে শত প্রশংসা।
আ. সুবঃহান্‌-আল্লাহ। সুবো দ্রঃ।
তু: সধবার একাদশী : সোভানল্লা, জিতা রহ বাবা। পু: সা. বি. গোলাম সমের মাথায় এসে তবলার চাটির সঙ্গে গানের ঝোঁক মিলে গেলেই বলছেন — শোহন্‌-আল্লা, শোহন্‌-আল্লা।

সুবে — সুবা দ্রঃ।

সুবে, সুবো — প্রাতঃকাল। আ. স্‌ুবহঃ ব্‌ শাম্‌। শাম দ্রঃ।
তুঃ অবিশ্বাস্য: এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায় — সুবো শাম লেগেই আছে।

সুবো — তিনি প্রশংসিত হউন। আ. সুবঃহানুহু।
তুলনীয়ঃ সাহেব-সুবো — সেই মহান ব্যক্তি। আ. স্বাহিঃব্‌ সুবঃহানুহু। সাহেব দ্রঃ। তুঃ ঘরে বাইরেঃ বরঞ্চ তখন তাঁর আসবাবের দৈন্যে আমি বারবার লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষতঃ বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর কোন সাহেব-সুবোর সমাগম হত।

সুমার, শুমার — গণন, মান-নির্ধারণ, বিচার। ফা. শুমার্‌। আদম-শুমারি — লোক গণনা, census. আদম দ্রঃ। সুমার-নবিশ — হিসাব পরীক্ষক: নবিশ দ্রঃ।
তুঃ অপসরণঃ পাই পয়সার সুমার রাখে। পুঃ আ. ম. খাঁ, রঙ্গবাহারঃ
রোজ আজ শনিবার তারিখ শুমার তার
বৈশাখ মাসের তিন দিন।

অথবা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীঃ কালরূপে জীবগণে আনি নিত্য পুরে। সুমার করেন ধর্মাধর্মের বিচারে॥ আবার, মৈ. গীতিকাঃ বেদ অনুসারে কর্ম করিয়া সুমার। গুরুর নিকট গেল শাস্ত্র শিখিবার॥ বা, রবীন্দ্র, সমূহঃ ইংরেজের শুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহতে তাহার সমস্ত খাতা দুষিত হইয়া উঠিতেছে। পু: প্রভাত, পোস্ট-মাস্টারঃ বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে সুমারনবীশের কর্ম করে — ছোট ভাইটী স্কুলে পড়ে।

সুরকি, সুরখি — ইষ্টক চূর্ণ, রক্তাভ। ফা. সুর্‌খী — রক্তাভ। সুর্‌খ দ্রঃ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল: নয়তো হরিং বাটিতে সুর্কি কুঠিতে হয় অথবা জিঞ্জির বা ফাঁসি হয়। পুঃ রবীন্দ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ (সরোজিনী প্রয়াণ): এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। অথবা, ঐ, যোগাযোগ: মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙ্গানো রাস্তা।

সুর্‌খ — লাল, রক্তবর্ণ। ফা. সুর্‌খ।

তুঃ নজরুল-গীতিকা: আঁজলা ভরে আনল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান।
আজকে রওশন্ জমীন আসমান নওজোয়ানীর সুর্‌খ্ নূরে।

সুরখি — সুর্কি দ্রঃ।

সুরৎ — ছুরত দ্রঃ।

সুরৎ-হাল— হাল দ্রঃ।

তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল: রীতিমত সুরত-হাল ও লাস তদারক্ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন।

সুরতান — সুলতান দ্রঃ।

সুরমা, ছোরমা — কাজল। ফা. সুর্‌মহ।

তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়: মেন্দি দিয়াছে কন্যা বাটিয়া চরণে। সুরমা দিয়া আঁকিয়াছে দুইটী নয়নে॥ পুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত: জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা পরে ঘরে ফিরল। অথবা জসিম. হাসু: ভাবিসাব তার কান্দন করে লইয়া ছোরমা-দানী। আর সে পাবে না পরীর চোখেতে দিতে কালো রেখা টানি॥

সুরা — কোরানের শ্লোকবিশেষ। আ. সূরহ।

তুঃ তোহফা: কোরবানী করিতে শক্তি নাহিক যাহার। সুরা 'কওসর' পড় দশা-বার বার॥

সুরু — শুরু।

সুরৎ — ব্যস্ততা, ত্বরা। আ সুর্‌'অৎ।

তুঃ প্রভাত, নিষিদ্ধ ফল : ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার নিকটেই সে বসিয়াছিল — সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুরুয়া — শুরুয়া দ্রঃ।

সুলতান, সুরতান — রাজা। আ. সুল্‌ত্বান্‌। — এ সুল্‌তানৎ — রাজাধিরাজ সম্রাট। ফা. সুল্‌ত্বানে- সুল্‌ত্বানৎ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ। পাদশাহী শিরপা সুলতানী-সুলতানৎ॥ পুঃ রবীন্দ্র, মানী :

বন্দী তিনি আমার ঘরে,
সিরোহীপতি সুরতান।

সুলেমানি — ছিলমানি দ্রঃ।

সে — তিন। ফা. সি। যেমন, সেপায়া (অর্থাৎ তিন পা বিশিষ্ট : পা দ্রঃ)। ছে দ্রঃ।

তু : দুর্গেশনন্দিনী : আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুন মূর্ছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

সেও, সেব — আপেল। ফা. সীব্‌।

তুঃ ব্যথার দান : তখন আমার বন্ধু একজন বাঙালী যুবক ডাক্তার সেব গাছের তলায় বসে গাচ্ছিল —।

সেওয়া, সওয়া, ছেওআ — ব্যতীত, ছাড়া। আ. সিৱা।

তুঃ মো. খাতের, জহুরা নামা :

দূর কর এই বাত মাফ কর মুঝে,
ইহা ছেওয়া যাহা চাহ দিব আমি তুঝে।

সেকস্তা — শেকেস্তা দ্রঃ।

সেকায়েৎ — শিকায়ৎ দ্রঃ।

সেখ — শেখ দ্রঃ।

সেজদা — ছেজদা দ্রঃ।

সেতখানা — সিহৎ দ্রঃ।

সেতার, সেতারা — তিন তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র, গীটার। ফা. সিহ-তার্ বা -তারহ্।

তু: আ. ঘ. দুলাল: কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে নেয়।

সেতারা, ছেতারা — তারকা। ফা. সিতারহ্ (Eng. Star)

তুঃ ম. খাতের: লয়লা-মজনু: কিন্তু জন্মিল যখন লাড়কা তোমার।
সেই ওক্তে নেক ছিল যোগ ছেতারার॥

সেপাই, সিপাই, সিপাহি, সিফাই — সৈন্য, সৈন্যদল। ফা. সিপহ্, সিপাহ্।

-সালার — সেনাধ্যক্ষ। সালার দ্রঃ।

তু: মৈ. গীতিকা: নামজাদা সিফাই যতেক জমিদার।
দলে বলে দড় বড় রাজার দরবার॥

সেফৎ, সেফাৎ — সিফাৎ দ্রঃ।

সেব — সেও দ্রঃ।

সেয়াই, সেয়াহি, সিয়াহি ছেয়াহি — কালি। ফা. সিয়াহী। সিয়াহ দ্রঃ।

তুঃ গমের দরিয়া: গোলাব কারাবা মেরা দোয়াতকে কর।
ছেয়াহি আতর আনি তার বিচে ধর॥

সর, ছের, সর — মাথা, মস্তক। ফা. সর্ (সং শির)।

তুঃ মো. খাতের, জহুরা নামা:
ছেরে কালা জুব্বা গলে মুখে আল্লা আল্লা বলে
আশা-ঝাণ্ডা সামনে গাড়িয়া॥

-অঞ্জাম, সরঞ্জাম : সরঞ্জাম দ্রঃ।

-কস — অবাধ্য। ফা. সর্-কশ্।

তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর: মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্মাবতার সাক্ষী বড় সেরকস্।"

-কস্তা — শিরকস্তা দ্রঃ।

-গরম : গরম দ্রঃ।

-জমি : সর-জমি দ্রঃ।

-দেওয়াল : সরদাল দ্রঃ।

সেরেফ — স্রেফ দ্রঃ।

সেরেস্তা — সংযোগ কারক ; আফিস, দপ্তর। ফা. সর্-রিশ্‌তহ্ — সংযোগ সূচক। সর ও রেস্ত দ্রঃ। -দার — দপ্তরের প্রধান কর্মচারী, সংযোগ সাধন কারী। দার দ্রঃ।

তুঃ অনুরূপা, অযাচিতঃ অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমিদার-সেরেস্তায় একটি ২০৲ মাহিনায় কাজ পাইল। পূঃ আ. ঘ. দুলাল : মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে, সেরেস্তাদার বলিল —।

সেলাবৎ —সলাবৎ দ্রঃ।

সেলাম, সালাম, ছেলাম, ছালাম — শান্তি, অভিবাদন আ. সলাম্। -আলিকুম, সেলামাল্কি — অভিবাদনের উক্তি, "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।" আ. সলাম্ 'অলয় কুম্। -ই — শান্তিসূচক (ব্যবস্থা), উপঢৌকণ, উৎকোচ। আ. সলামী

তুঃ বউঠাকুরাণীর হাট : সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পু: পূ. গীতিকা, ৩য় : সভাজনে পন্নাম করি ঠাঁইয়াজির মোকাম। ছোডরে মান্যতা জানাই বড়রে ছালাম॥ অথবা, মৈ. গীতিকা : খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান। দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম॥ আবার, বা. প্রবাদ : আখক্ষেত থাকতে সেলামালি (বা সেলাম আলিকুম) নেই। বা, হু. প্যাঁ. নকশা : মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাল্কির গুণা কত্তেন না। অথবা, মরুতীর্থ হিংলাজ : গুল মহম্মদ অনেকের সঙ্গে 'সালাম আলেকুম' আর 'আলেকুম সালাম' সারতে লাগলেন। পুঃ বা. প্রবাদ : ঢেলা-সেলামি (অর্থাৎ বিবাহে ঢেলা ছোঁড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা)। আবার, অন্নদামঙ্গল : শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার। সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥

সেলামগাহ — প্রার্থনাস্থল। সেলাম ও গাহ দ্রঃ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলামগাহে সেলাম জানায় ॥

সেলামত — শান্তি, নিরাপত্তা। আ. সলামৎ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : নারীবেশে দশভাই করে দণ্ডবৎ।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামৎ ॥

সেলামালিকুম, সেলামাল্কি — সেলাম দ্রঃ।

সেলামি — সেলাম দ্রঃ।

সেলাহ, সেলে, শিলি, শেল, সিলই — অস্ত্র। আ. সলাহঃ। -খানা — অস্ত্রাগার খানা দ্রঃ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সীলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতায়।
জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ডা পাকায় ॥

অথবা, ঐ :
সিলই-হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,
তোলপাড় মানিক্য পাটলী।

পুঃ দুর্গেশনন্দিনী : বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলখানায় গেলেন।

বা. সীতারাম : সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ।

সেহা — শেহা দ্রঃ।

সৈয়দ, সইদ — সম্ভ্রান্ত মুসলিম। মুসলিম উপাধি বিশেষ। আ. সইয়দ — হজরত মুহম্মদের পৌত্র হস্‌নের বংশধর বিশেষ, পূজ্য।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ। পুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য : পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
সৈয়দজাদা হোসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী ॥

সোপর্দ — শোপর্দ দ্রঃ।

সোফা — বসিবার জন্য গদি আঁটা লম্বা চেয়ার। আ. সফ্‌ফাহঃ — বসিবার জন্য প্রশস্ত পাকা স্থান।

তুঃ নারায়ণ, মেঘরাগ : একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন কৌশিক।

-কস্তা — শিরকস্তা দ্রঃ।

-গরম : গরম দ্রঃ।

-জমি : সর-জমি দ্রঃ।

-দেওয়াল : সরদাল দ্রঃ।

সেরেফ — স্রেফ দ্রঃ।

সেরেস্তা — সংযোগ কারক; আফিস, দপ্তর। ফা. সর্-রিশ্‌তহ্ — সংযোগ সূচক। সর ও রেস্ত দ্রঃ। -দার — দপ্তরের প্রধান কর্মচারী, সংযোগ সাধন কারী। দার দ্রঃ।

তুঃ অনুরূপা, অযাচিত : অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমিদার-সেরেস্তায় একটি ২০৲ মাহিনায় কাজ পাইল। পুঃ আ. ঘ. দুলাল : মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে, সেরেস্তাদার বলিল —।

সেলাবৎ — সলাবৎ দ্রঃ।

সেলাম, সালাম, ছেলাম, ছালাম — শান্তি, অভিবাদন আ. সলাম্। -আলিকুম, সেলামাল্কি — অভিবাদনের উক্তি, "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।" আ. সলাম্ 'অলয় কুম্। -ই — শান্তিসূচক (ব্যবস্থা), উপঢৌকণ, উৎকোচ। আ. সলামী

তুঃ বউঠাকুরাণীর হাট : সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় : সভাজনে পন্নাম করি ঠাঁইয়াজির মোকাম। ছোডরে মান্যতা জানাই বড়রে ছালাম॥ অথবা, মৈ. গীতিকা : খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান। দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম॥ আবার, বা. প্রবাদ : আখক্ষেত থাকতে সেলামালি (বা সেলাম আলিকুম) নেই। বা, হু. প্যাঁ. নক্শা : মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাল্কির গুণা কত্তেন না। অথবা, মরুতীর্থ হিংলাজ : গুল মহম্মদ অনেকের সঙ্গে 'সালাম আলেকুম' আর 'আলেকুম সালাম' সারতে লাগলেন। পুঃ বা. প্রবাদ : ঢেলা-সেলামি (অর্থাৎ বিবাহে ঢেলা ছোঁড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা)। আবার, অন্নদামঙ্গল : শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার। সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার॥

সেলামগাহ — প্রার্থনাস্থল। সেলাম ও গাহ দ্রঃ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলামগাহে সেলাম জানায়॥

সেলামত — শান্তি, নিরাপত্তা। আ. সলামৎ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : নারীবেশে দশভাই করে দণ্ডবৎ।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামৎ॥

সেলামালিকুম, সেলামাল্কি — সেলাম দ্রঃ।

সেলামি — সেলাম দ্রঃ।

সেলাহ, সেলে, শিলি, শেল, সিলই — অস্ত্র। আ. সলাহঃ। -খানা — অস্ত্রাগার খানা দ্রঃ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সীলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতায়।
জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ডা পাকায়॥

অথবা, ঐ :
সিলই-হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,
তোলপাড় মানিক্য পাটলী।

পুঃ দুর্গেশনন্দিনী : বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলখানায় গেলেন।

বা. সীতারাম : সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ।

সেহা — শেহা দ্রঃ।

সৈয়দ, সইদ — সম্ভ্রান্ত মুসলিম। মুসলিম উপাধি বিশেষ। আ. সইয়দ — হজরত মুহম্মদের পৌত্র হসনের বংশধর বিশেষ, পূজ্য।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : হাসন সৈদের সাজে সাত করজন্দ। পুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য : পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
সৈয়দজাদা হোসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী॥

সোপর্দ — শোপর্দ দ্রঃ।

সোফা — বসিবার জন্য গদি আঁটা লম্বা চেয়ার। আ. সফ্‌ফাহঃ — বসিবার জন্য প্রশস্ত পাকা স্থান।

তুঃ নারায়ণ, মেঘরাগ : একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন কৌশিক।

সোফার — সফার দ্রঃ।

সোয়াব — ছোআব দ্রঃ।

সোয়ার — সওয়ার দ্রঃ।

সোয়াল — সপয়াল দ্রঃ।

সোর — শোর দ্রঃ।

সোরৎ, সোরহৎ — শহরৎ দ্রঃ।

সোর — শোর দ্রঃ।

সোরাই, সোরাহি — মদ্যপাত্র, লম্বা গলা বিশিষ্ট কুঁজো। আ. সুরাহী ঃ।

তুঃ যোগাযোগ ঃ তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিং-প্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস।

পু. নজরুল, সাম্যবাদী ঃ অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরী-খুনে তিতি

সোহরৎ — শোহরৎ দ্রঃ।

সৌখিন — শৌখিন দ্রঃ।

স্রেফ, সেরেফ — কেবল মাত্র, ঠিক, ঠিক। আ. স্বির্ফ।

তুঃ চাচাকাহিনী ঃ এরকম উমদা গেঞ্জি, স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল।

তু ঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ দুনিয়াদারী মুসাফিরি সেরেফ আন যানা।